|  |
| --- |
| **পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক** **মন্ত্রণালয়** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্ব:** বাংলাদেশের প্রায় এক দশমাংশ এলাকা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল গঠিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা বাংলাদেশের প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর জনপদ হিসেবে সুপরিচিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাঙালিসহ ১২টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বসবাস করে আসছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষেরা একদিকে যেমন সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রের অধিকারী, অন্যদিকে তারা মূল জনগোষ্ঠীর অপরিহার্য অংশ। স্বাধীনতার পর থেকে এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আস্থা রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের নারী, পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরাম্বিত করার প্রয়াসে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলার জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন, কৃষি অবকাঠামো নির্মাণ, পর্যটন শিল্পের বিকাশ, দারিদ্র্য বিমোচন, নারী উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করছে।

**1.2 Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি বিশেষায়িত মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের কার্যবন্টন তথা (Allocation of Business) এ অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নারীর উন্নয়নের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা কিংবা অনুচ্ছেদ নেই। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ন্যায় এ মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়নের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোন বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কিংবা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নেই। তবে, এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়নের বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে যা মন্ত্রণালয় ও এর সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার গৃহীত বহুবিধ পদক্ষেপ এবং কর্মসূচিতে প্রতীয়মান হয়েছে।

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা**

পাহাড়ি জনপদসহ সমগ্র দেশের নারী উন্নয়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ এর ৩৮ অনুচ্ছেদে অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠীর নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উপ অনুচ্ছেদ ৩৮ (১) এ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও অনগ্রসর নারীর উন্নয়ন ও বিকাশের সকল অধিকার নিশ্চিত করা এবং ৩৮ (২) এ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নারী যাতে তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অক্ষুন্ন রেখে বিকাশ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে বর্ণিত রয়েছে। এ নীতিমালা অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম, প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

**৩.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ**

* **পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন:** পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম এলাকায় নলকূপ স্থাপন ও পৌর এলাকায় পানীয় জল সরবরাহ, মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে নারীকে সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। দুর্গম পাহাড়ী এলাকায় মোবাইল ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার ফলে পরিবারের নারী সদস্যদের শ্রম ও সময় সাশ্রয় হচ্ছে। যুব মহিলাদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ক্ষুদ্রশিল্প, হস্তশিল্প ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে নারীদের বেকারত্ব দূরীকরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
* **পার্বত্য জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ:** বর্ণমালা রয়েছে এরূপ উপজাতীয় ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠ্যক্রম প্রণয়নের ফলে অধিক সংখ্যক উপজাতীয় শিশু শিক্ষার সুযোগ লাভ করবে। মাতৃভাষা শিক্ষার লক্ষ্যে যে সকল এলাকায় লেখাপড়ার সুযোগ নেই এরকম ৬টি উপজেলায় ১৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে কমিটি গঠন করে অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বহুভাষাভাষী পাঠ্যক্রম চালু করার ফলে উপজাতীয় মেয়ে শিশুদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত হবে। এছাড়াও, উপজাতীয় সম্প্রদায়ের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ এবং তা সকলের নিকট পরিচিত করার লক্ষ্যে প্রতিবছর বৈসাবি উৎসব ও পার্বত্য মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। পার্বত্য মেলায় নারীদের তৈরিকৃত বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী, উপকরণ সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। ফলে উপজাতীয় নারীদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**৪.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

| **ক্রমিক** | **অগ্রাধিকার সম্পন্ন খাত/ কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- | --- |
| ১. | পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন | পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে সাধারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সমতল অঞ্চলের ন্যায় মসৃণ নয়। তাই ব্যক্তি, গোত্র, অঞ্চলের মধ্যে লক্ষ্যভিত্তিক ও জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হলে আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভুত উন্নতি হবে। এ বিবেচনায় অবকাঠামো উন্নয়ন খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে নারীদের চলাফেরা সহজ হবে। তাছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারীকে বাসস্থান সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। |
| ২. | কৃষি ও অকৃষি খাত সম্প্রসারণ  | পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রকৃতি বিবেচনায় নারী পুরুষ নির্বিশেষে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাপক লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি গ্রোথ সেন্টার নির্মাণের ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব হবে। জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু কৃষি ও অকৃষি খাতের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি পার্বত্য এলাকার পিছিয়ে পড়া নারী জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করেছে। |
| ৩. | প্রাথমিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা  | পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েদের দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা প্রসারে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, বিশেষত: নারী শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে। |
| ৪. | মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা | পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিবেশগত প্রকৃতির কারণে বিশেষ বিশেষ রোগ প্রতিরোধকল্পে জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি গ্রহণ জরুরি । বিশেষ করে দুর্গম অঞ্চলে নারী ও শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসেবাকে নিশ্চিতকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মোবাইল ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার ফলে পরিবারের নারী সদস্যদের শ্রম ও সময় সাশ্রয় হয়েছে এবং মৃত্যুর হারও হ্রাস পেয়েছে। |
| ৫. | উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ | সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিজ নিজ মাতৃভাষা সংরক্ষণে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত বাঙালি এবং বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের ভাষা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।বিভিন্ন উপজাতীয় ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠ্যক্রম প্রণয়নের ফলে অধিক সংখ্যক উপজাতীয় মেয়ে শিশু শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। এছাড়া, উপজাতীয় পণ্য সামগ্রী ও ব্যবহার্য উপকরণ বাজারজাত করার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের নারী জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। |

**৫.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

৫.১ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ

| **মন্ত্রণালয়/সংস্থা** | **নারী** | **পুরুষ** |
| --- | --- | --- |
| ১. সচিবালয় | ১২ জন | ৪৯ জন |
| ২. ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স | ০৫ জন | ১১ জন |
| ৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড | ১৬ জন | ৯৬ জন |
| ৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি | ০০ জন | ১১ জন |
| ৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ | ১০ জন | ৩৯ জন |
| মোট | **৪৩** | **২০৬** |
| নারী ও পুরুষের শতকরা হার (%) | **১৭.২৭%** | **৮২.৭৩%** |

**৫.২ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে উপকারভোগী মহিলা ও পুরুষের পরিসংখ্যান**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **মন্ত্রণালয়/সংস্থা** | **নারী** | **পুরুষ** |
| ১. সচিবালয় | ১২ জন | ৪৯ জন |
| ২. ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স | ০২ জন | ০৭ জন |
| ৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড | ১৬ জন | ৮৮ জন |
| ৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি | ০০ জন | ০০ জন |
| ৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ | ১০ জন | ৩৯ জন |
| মোট | ৪০ | ১৮৩ |
| নারী ও পুরুষের শতকরা হার (%) | **১৭.৯৪%** | **৮২.০৬%** |

**৫.৩ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা :**

নারী পাড়া কর্মী হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান” শীর্ষক প্রকল্পে ৪,৫৮৪ জন নারী কর্মরত আছেন। সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীর জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের সহায়ক সেবা প্রদান করছে।

(কোটি টাকায়)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | **সংশোধিত 2022-২3** | **বাজেট 2022-২3** | **প্রকৃত 2021-22** |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**৬.০ বিগত তিন বছরে নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) সমূহের অর্জন**

| **ফলাফল নির্দেশক** | **পরিমাপের একক** | **প্রকৃত অর্জন** |
| --- | --- | --- |
| **২০১9-2020** | **২০20-২০২1** | **২০২1-২০২2** |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ১. মাতৃ মুত্যুর হার হ্রাস | লাখ | ৮৭.৮০ | ৮৭.০০ |  |

**৭.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**৭.১ বিগত অর্থবছরে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতি :**

| **ক্রমিক নং** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| ০১ | ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে নারীকে সম্পৃক্তকরণ | ৪০% |
| ০২ | কারিগরি শিক্ষা ও বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পেশায় প্রশিক্ষিত নারীর কর্মসংস্থান | ৫০% |
| ০৩ | নারী উন্নয়নে গাভী পালন প্রকল্প | ১০০% |

**৭.২ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমে নারীর উন্নত জীবনযাপনের সাফল্যগাঁথা:**

|  |
| --- |
| বান্দরবান পার্বত্য জেলার থানচি উপজেলার প্রত্যন্ত দাকেচি পাড়া গ্রামের বাসিন্দা ম্যা ম্যা সাই মারমা (২১)। তিনি তার পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে এবং তার কর্মজীবনকে অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল করতে তার পাড়ায় একটি মোবাইল সার্ভিসিং এর দোকান স্থাপন করছেন। তিনি মোবাইল সার্ভিসিং শপটি চালাতে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী, কারণ সম্প্রতি তিনি মোবাইল সার্ভিসিং এর উপর তিন মাসের আবাসিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন।কিন্তু মাত্র চার মাস আগে, তিনি যে তার পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে পারবেন তা ভাবাও তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। এমনকি তার বাবা প্রুসেচিং মারমা মরিয়া হয়ে তাকে যত দ্রুত সম্ভব বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন কেননা ম্যা ম্যাসহ তিনি তার ছয় সন্তানের পরিবার নিয়ে সংসার পরিচালনা করতে পারছিলেন না। প্রুসেচিং মারমার মাসিক আয় মাত্র 5,000 টাকা যা তার আট সদস্যের পরিবারকে সঠিকভাবে চালানোর জন্য অপ্রতুল। আর্থিক সংকটের কারণে ম্যা ম্যা সাই মারমা এবং তার ভাইবোনদের পুষ্টিকর খাবার এবং শিক্ষা ছাড়াই কঠিন সময় পার করতে হয়েছিল। মোবাইল সার্ভিসিং এর উপর তার তিন মাসের আবাসিক প্রশিক্ষণ শেষ করার পর পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে শুরু করে। ইউএনডিপির এসআইডি-সিএইচটি প্রকল্পের আওতায় গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স কানাডা (জিএসি) এর আর্থিক সহায়তায় পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা ও দক্ষতার উন্নয়নের মাধ্যমে নারী ও বালিকা ক্ষমতায়ন কার্যক্রমের আধীন এই প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছিল। ম্যা ম্যা সাই বলেন, “যদিও আমি জেএসসি (জুনিয়র সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট) সম্পন্ন করেছি তবে আমার অন্য কোনো দক্ষতা ছিল না যার মাধ্যমে আমি অর্থ উপার্জন করতে পারতাম ও আমাদের পরিবারের মৌলিক চাহিদা মেটাতে পারতাম। কিন্তু আমি এখন নগদ উপার্জন করছি। বর্তমানে আমি আমার গ্রামের লোকদের নষ্ট মোবাইল ফোন মেরামত করছি যা প্রশিক্ষণের আগে চিন্তা করা অসম্ভব ছিল। এখন সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাকে পাড়ায় একটি মোবাইল সার্ভিসিং দোকান স্থাপন করতে অনুপ্রাণিত করছে যাতে তাদের বাজারে যেতে না হয়, যা অনেক দূরে।” ম্যা ম্যা সাই মারমা দুর্গম থানচি উপজেলার বাসিন্দা, যা বান্দরবানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রায় 142 কিলোমিটার দূরে এবং পৌঁছাতে 5 ঘন্টা সময় লাগে। তাই, তার বাবা প্রুসেচিং মারমা তার মেয়ের উক্ত দক্ষতা প্রশিক্ষণ গ্রহণের সাথে তীব্রভাবে দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি তার মেয়ের নিরাপত্তার বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। আবাসিক প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করার শর্তে তিন রাজী হবেন মর্মে মতামত প্রদান করেন। কিন্তু পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রকল্প কর্মীদের কাছ থেকে যখন তিনি জানতে পারেন যে দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নই হচ্ছে এই প্রকল্পের প্রধান সংকল্প, তিনি তার মেয়েকে আবাসিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে দিতে রাজি হন। ম্যা ম্যা সাই মারমা আরও বলেন, “এখন, আমি উৎসাহিত বোধ করছি। পরিবারের সদস্যরা আমার প্রশিক্ষণের থেকে অর্জিত দক্ষতার মাধ্যমে ভালো আয়ের সম্ভাবনা দেখে পাড়ায় একটি দোকান স্থাপনের জন্য সহায়তা করছে”।  |

**৮.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** চ্যালেঞ্জ**সমূহ**

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী উন্নয়নে যে সমস্ত কার্যক্রম, প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সেগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নে বর্ণিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ রয়েছে -

* দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল এবং প্রয়োজনীয় স্থাপনা ও সড়ক অবকাঠামোর স্বল্পতা;
* দক্ষ জনবলের সংকট;
* ধর্মীয় কুসংস্কার এবং ধর্মের অপব্যবহার;
* দূরবর্তী এলাকায় তথ্য ও প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার; এবং
* মূলধারার শিক্ষা কার্যক্রমে নৃ-গোষ্ঠীর কন্যা শিশুর অংশগ্রহণের সীমিত সুযোগ।

**৯.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠীর নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কারিগরি ও বাজারমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান;
* নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য উপজেলা, জেলা ও রাজধানীভিত্তিক বাজারজাতকরণের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ;
* সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকে বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও অনগ্রসর নারীদের জন্য মূলধন/জামানতবিহীন ঋণ প্রদান;
* ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী অধ্যুষিত এলাকার প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নৃ-গোষ্ঠীর প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তা নিয়োগ;
* ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভূমি বিবাদ মিমাংসা করতে ভূমি কমিশনের দায়িত্ব প্রদান;
* শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নারীর জন্য কোটা ব্যবস্থা প্রণয়ন ও শিক্ষা ভাতা প্রদান; কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় পাঠদান ব্যবস্থায় নারীকে সম্পৃক্তকরণ;
* উপজাতীয় শিশুর জন্য নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান;
* মূলধারার শিক্ষা কার্যক্রমে নৃ-গোষ্ঠীর কন্যা শিশুর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি;
* শিক্ষায় নারীর সুযোগ বৃদ্ধি;
* শিক্ষা, চাকুরি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর ক্ষমতায়নে নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ;
* পরিবেশের অবনতি ও জলবায়ু পবিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব হতে নারীকে রক্ষার উদ্যোগ; এবং
* নারীকে বিভিন্ন ধরনের আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে অধিক সুযোগ প্রদান।